বাইবেলে আপনি যা খুঁজছেন তা কিভাবে বের করবেন

বুড়ী ঠাকুমার রান্না ঘরে একটা জিনিষ খুঁজে বের করে কার সাধ্য। চিনির টিনে ময়দা, লবনের বোতলে চা-পাতা এমনিভাবে সব এলোমেলা করে রাখা। এতে অবশ্য বুড়ী ঠাকুমার কোন অসুবিধা হত না, কারণ তিনি একাই রান্নার কাজ করতেন।

কিন্তু রাস্তার ওপাশের বাড়ীটা ছিল একেবারেই আলাদা। সেখানে রান্নাঘরের সব কিছুই লেবেল এঁটে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা। এর কারণ মা-ই কেবল, রান্না বান্না করতেন না, কখনো-কখনো মেয়েরাও রান্না করতো, এমনকি তার স্বামীও নিজের নাস্তা নিজেই তৈরী করে নিতে পছন্দ করতেন। সব কিছু লেবেল আঁটা থাকায় তারা সহজেই সব খুঁজে পেতেন, খাবার সময়ও সব কিছু সুশৃংখল ও পরিপাটিভাবে করা হত।

বাইবেলের বইগুলিও ঠিক এমনিভাবে সাজানো আবশ্যক

যেন আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় শাস্ত্রাংশগুলি সহজে খুঁজে পেতে পারি। বাইবেলের প্রকাশকেরাও এ বিষয় জানেন। বাইবেলের যে কোন অনুবাদেই এর বইগুলি ও বিষয় বস্তু ঠিক একইভাবে একই অধ্যায় ও পদ অনুযায়ী সাজানো হয়, ফলে কোন বিষয় খুঁজে পেতে আমাদের অযথা হয়রান হতে হয় না।

আবার এমন অনেক সাহায্যকারী বইও আছে, যেগুলি একটা

সূচীপত্রের মতই বাইবেলের কোন বিশেষ পদ খুঁজে পেতে আমাদের সাহায্য করে। এই পাঠে আমরা বাইবেলে পদগুলি কিভাবে বলতে ও লিখতে হয় তা শিখব। তাছাড়া যে সব সাহায্যকারী বই বাইবেলের কোন বিষয় বা পদ খুঁজে পেতে সাহায্য করে এই পাঠে আমরা সেগুলি ব্যবহার করতেও শিখবো।

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

বাইবেলের পদ-নির্দেশ।

পাঠ নির্দেশ।

বাইবেল নির্ঘন্ট বা কনকর্ডান্স ।

এই পাঠ পড়লে আপনি....

- বাইবেলের যে কোন নির্দিষ্ট পদ লিখতে, বলতে ও খুঁজে বের করতে পারবেন।
- পার্শ্ববর্তী পদ নির্দেশ এবং বাইবেল নির্ঘন্ট বা কনকর্ডান্স কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা বলতে পারবেন।

বাইবেলের পদ নির্দেশ

কিভাবে বলতে ও লিখতে হয়।

লক্ষ্য ১ঃ বাইবেলের যে কোন পদ-নির্দেশ নির্ভুলভাবে বলতে পারা ও লিখতে পারা।

পড়তে বা অধ্যয়ন করতে যাতে সুবিধা হয় সেজন্য বাইবেলের প্রতিটি বইকে কতগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়কে আবার ছোট ছোট অংশে ভাগ করে সেগুলির বাম পাশে সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গুলি 'পদ' বা 'বাইবেলের বচন' নামে পরিচিত। আমরা যখনই কোন শাস্ত্রাংশটি উল্লেখ করি তখন প্রথমে যে বইয়ে ঐ বিশেষ শাস্ত্রাংশটি আছে সেই বইটির নাম, তারপর অধ্যায় ও পদের সংখ্যা উল্লেখ করি। এগুলিকে একত্রে বাইবেলের পদ-নির্দেশ বলা যায়।

আসুন আমরা বাইবেলের প্রথম বইটি অর্থাৎ আদি পুস্তকের কথায় আসি। আপনি যে বাইবেল ব্যবহার করছেন, তাতে যদি কোন ভূমিকা থাকে তবে তা বাদ দিয়ে যেখানে বড় একটা 'এক' ১ লেখা আছে, সেখান থেকে শুরু করুন। এই বড় '১' সংখ্যাটি

প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হওয়ার চিহ্ন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পদটি একটা ছোট 'এক' ১ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা এইভাবে শুরু হয়েছে, "আদিতে ঈশ্বর..." । এখন আপনি যদি এই পদটি বলতে বা উল্লেখ করতে চান তাহলে বলতে হবে "আদি পুস্তক এক অধ্যায় এক পদ"। লক্ষ্য করবেন যে সম্পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে এর পদগুলি একইভাবে ছোট ছোট সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখন এর পরের বড় সংখ্যাটি দেখুন, এটি হচ্ছে '২'। এটা দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হওয়ার চিহ্ন। প্রথম পদ এইভাবে শুরু হয়েছে ঃ "এইরূপে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী এবং ··সমাপ্ত হইল"। এখন আপনি যদি এই পদটি নির্দেশ করতে চান তবে বলবেন "আদি পুস্তক দুই অধ্যায় এক পদ" । দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোট ২৫টি পদ আছে।

এখন কয়েকটা অধ্যায় বাদ দিয়ে আদি পাঁচ অধ্যায় এক পদ দেখুন। এই পদটি এইভাবে আরম্ভ হয়েছে আদমের বংশাবলী পত্র এই। আদি ৫ ঃ ১—৫ কিভাবে উল্লেখ করা হবে ? আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন "আদি পাঁচ অধ্যায় এক থেকে পাঁচ পদ, যে পদ ও অধ্যায়গুলি উল্লেখ করা হবে সেগুলি যদি

পর পর হয় তবে প্রথম ও শেষ পদ এবং অধ্যায়ের মাঝে একটা ড্যাস (—) চিহ্ন দেওয়া হয়। আমরা যদি একই অধ্যায়ের এমন কতগুলি পদ উল্লেখ করতে চাই যেগুলি পরপর নয় তাহলে সেগুলি আমরা এইভাবে লিখি, যিহোশূয় ১ঃ৫, ৮ ও ১০ পদ। বলবার সময় এইভাবে বলি,"যিহোশূয় পুস্তক এক অধ্যায় পাঁচ, আট ও দশ পদ।"

শাস্ত্রাংশগুলি যদি একই বইয়ের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে থাকে তবে সেমিকোলেন বসিয়ে অধ্যায়গুলি আলাদা করে দেখানো হয়। যেমন মথি ১ ঃ ২১; ২ ঃ ১—৬ পদ মানে এক অধ্যায় একুশ পদ, এবং দুই অধ্যায় এক থেকে ছয় পদ।

কোন কোন বইয়ের একই নাম এবং একটির পরেই অন্যটি, যেমন ১ রাজাবলী এবং ২ রাজাবলী। "যোহন" বইটির লেখক আরও তিনটা চিঠি লিখেছিলেন আরএগুলির নামওতারই নামেঃ ১ যোহন, ২ যোহন, এবং ৩ যোহন। এদের কোন একটা বই থেকে পদ নির্দেশ এইভাবে লেখা যায় (প্রথম যোহন, এক অধ্যায় নয় পদ) ১ যোহন ১ ঃ ৯ পদ।

আমার বিশ্বাস, এই নিয়মগুলি আপনার কাছে খুবই সহজ

ব্যাপার। পরে বাইবেল অধ্যয়নের সময় আপনি এগুলি থেকে যথেষ্ট উপকার পাবেন।

নির্দেশিত পদগুলি খুঁজে বের করা

লক্ষ্য ২ ঃ বাইবেল থেকে যে কোন নির্দেশিত পদ খুঁজে বের করতে পারা।

একদিন এক প্রার্থনা ও বাইবেল অধ্যয়ন সভা শেষে এক নতুন বিশ্বাসী আমাকে বললেন, "আপনি খুবই চটপটে, বাইবেলের যে কোন পদ আপনি কত তাড়াতাড়ি বের করে ফেলেন।" তাড়াতাড়ি বাইবেলের পদ বের করতে পারাটা বেশী বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। এর মানে এখন এই পাঠে আপনি যা শিখছেন, সেই ব্যক্তি তা আগেই শিখেছেন।

বাইবেলের প্রথম দিকে একটা পৃষ্ঠায় যে সূচীপত্র আছে তাতে বাইবেলের প্রতিটি বইয়ের নাম এবং কোন পৃষ্ঠায় বইটি শুরু হয়েছে তা দেওয়া আছে। প্রথমে কোন শাস্ত্রাংশ খুঁজে বের করবার জন্য হয়ত আপনাকে এই সূচীপত্রের সাহায্য নিতে হবে।

তবে বাইবেলের নির্দেশিত পদ বের করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে বাইবেলের বইগুলি যেভাবে পর পর আছে, ঠিক

সেইভাবে সেগুলি মুখস্থ করা। শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারে, আর বয়স্করাও একাজ করতে পারেন। বার বার উচ্চারণ করবার দ্বারা আপনি দিনে পাঁচ-ছয়টি করে নাম মুখস্থ করতে পারেন। একটা কাগজে লিখে নিয়ে সেটা সাথে রাখতে পারেন, এবং মাঝে মাঝে দেখে নিয়ে মনে বার বার আবৃত্তি করতে পারেন, এইভাবে খুব তাড়াতাড়িই নামগুলো আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে। একবার মুখস্থ হয়ে গেলে আপনি খুব সহজেই বাইবেলের যে কোন অংশ খুঁজে বের করতে পারবেন।

পাঠ-নির্দেশ

লক্ষ্য ৩ঃ পাঠ-নির্দেশের ব্যবহার সনাক্ত করতে পারা।

কোন কোন বাইবেলে পৃষ্ঠার মাঝখানে উপর থেকে নীচে; পৃষ্ঠার দুই কিনারায়, অথবা পৃষ্ঠার নীচে, কিম্বা প্রতিটি পদের পরে পাঠ-নির্দেশ থাকে। এ গুলিকে প্রতিনির্দেশ অথবা প্রান্তীয় পদ নির্দেশও বলা হয়ে থাকে। এগুলি আপনাকে ঐ বিশেষ পদটির সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য পদ পেতে সাহায্য করবে।

বাইবেলের কোন একটা পদের কোন বিশেষ কথার পাশে খুব ছোট একটা অক্ষর বা চিহ্ন বসানো হয়, এর দ্বারা আপনাকে

পাঠ-নির্দেশ পৃষ্ঠায় ঐ একই অক্ষরটি (বা চিহ্নটি) দেখতে বলা হয়। ঐ অক্ষরটির মাধ্যমে আপনি এমন একটা পাঠ-নির্দেশ লাভ করবেন যার ফলে আপনি সম্পর্কযুক্ত আরও পদ পাবেন।

আপনার বাইবেলে যে সব পাঠ-নির্দেশ ও মন্তব্য আছে সেগুলি বাইবেল অধ্যয়নে সহায়ক হলেও তা ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট বা অনুপ্রাণিত নয়। আমরা যাতে সহজে বাইবেল পড়ে বুঝতে পারি সেই জন্যই বাইবেলের বিশেষজ্ঞরা এগুলি দিয়েছেন।

বাইবেল নির্ঘন্ট বা কন্‌কর্‌ড্যান্স

লক্ষ্য ৪ ঃ কন্‌কর্‌ড্যান্স ব্যবহারের উপায়গুলি চিহ্নিত করতে পারা।

কন্‌কর্‌ড্যান্স আসলে অক্ষর অনুযায়ী বাইবেলের প্রধান প্রধান শব্দগুলির সূচীপত্র বিশেষ। এই সূচী পুস্তকে একটা বিশেষ শব্দ বাইবেলের কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে তা উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে বাংলা ভাষায় কোন নির্ভরযোগ্য কন্‌কর্‌ড্যান্স নাই। যে সব ছোট ছোট সাহায্যকারী বই পাওয়া যায় সেগুলিও কম উপকারী নয়। তবে এখানে যে সব পরামর্শ ও উপদেশ

দেওয়া হয়েছে আশা করি তা আপনার যথেষ্ট উপকারে আসবে।

বেশ কয়েকটি প্রয়োজনের সময় কন্‌কর্‌ড্যান্স বা এই জাতীয় কোন বই আপনার সাহায্যে আসতে পারে। ধরুন "ভালবাসা" কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এমন কয়েকটি পদ আপনি পড়তে চান। এখন আপনার কাজ হল কন্‌কর্‌ড্যান্স জাতীয় কোন সাহায্যকারী বইয়ে এই কথাটি খোঁজ করা। সেখানে আপনি পদ-নির্দেশ পাবেন এবং "ভালবাসা" কথাটি আছে এমন পদগুলির থেকে অংশ বিশেষের উল্লেখ দেখতে পাবেন।

কোন একটা বিশেষ পদ খুঁজে পেতেও কন্‌কর্‌ড্যান্স জাতীয় বইগুলি আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি হয়তো বচনগুলি জানেন কিন্তু কোন জায়গায় সেগুলি পাওয়া যাবে তা জানেন না। এখন আপনি ঐ বচনটি থেকে একটা প্রধান শব্দ বেছে নিন এবং কন্‌কর্‌ড্যান্সে ঐটি দেখুন, তাহলে আপনি হয়তো পদ-নির্দেশগুলির মধ্যে আপনার আকাঙ্খিত পদটিও পেয়ে যাবেন।

উদাহরণ স্বরূপ, মনে করুন "কেননা ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল" এই বচনটি কোথায় আছে তা আপনি খুঁজে পেতে চান। আপনার হয়তো কেবল মনে আছে "ধন-সম্পদ সব মন্দের মূল।" লক্ষ্য করবেন যে এখানে তিনটি মূল বা প্রধান শব্দ আছে

যেমন ঃ ধন, মন্দ ও মূল। আপনি যদি 'ধন' কথাটি নিয়ে খুঁজতে শুরু করেন তাহলে হয়তো নীচের মত কোন কিছু পাবেন ঃ

মথি ১৩ ঃ ২২ ধনের মায়া সেই বাক্য চাপিয়া

মার্ক ১০ ঃ ২৩ তাহাদের ধন আছে, তাহাদের পক্ষে

১ তীমথিয় ৬ ঃ ১০ ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল

'ধন' কথাটি নিয়ে অনুসন্ধান করে আপনি যদি আপনার আকাঙ্খিত পদটি না পান তবে অন্যান্য প্রধান শব্দগুলি নিয়েও আপনি অনুসন্ধান করতে পারেন।

উপরে যে বচনটি উল্লেখ করা হয়েছে (১ তীমথিয় ৬ ঃ ১০) সেটি প্রায়ই ভুলভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। তাই কন্‌কর্‌ড্যান্স জাতীয় বই ব্যবহার করবার আরও একটা সুবিধা হল এর ফলে আমরা আমাদের ভুলগুলি আবিষ্কার করতে পারি।

আপনার বাইবেলে পাঠ নির্দেশ আছে কি ? এই পাঠ নির্দেশ, এবং কন্‌কর্‌ড্যান্স জাতীয় বই, যেমন বাইবেল চয়নিয়কা ইত্যাদি বাইবেলের শিক্ষক, প্রচারক এবং যারা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চান তাদের জন্য বিশেষ উপকারী। আর আপনি যদি প্রচারক বা শিক্ষক না-ও হতে চান তবুও পাঠ নির্দেশ ও কন্‌কর্‌ড্যান্স জাতীয় বইগুলি ব্যবহার করলে আপনি অনেক

নতুন বিষয় জানতে সক্ষম হবেন। এইগুলির সাহায্য নিয়ে আপনি আরও ভালভাবে ঈশ্বরের বাক্য জানতে ও বুঝতে পারবেন। ঈশ্বরের সাথে ও অন্যান্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও ভাল করে জানতে পারবেন।